খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ

প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 01 ● Bardhaman ● 15 June 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● ''দিদি,আপনার সময় শেষ হয়েছে। রিগিং ছাড়া ভোট হলে আপনার জামানত জব্দ হবে'', রাজ্যে এসে মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন অমিত শাহ।

● ডিউটিরত মহিলা পুলিশ কর্মীদের সিঁদুর পরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির মহিলা কর্মীদের বিরুদ্ধে ! জোরপূর্বক কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের সিঁদুর পরানো কতটা যুক্তিযুক্ত ? উঠছে প্রশ্ন।

● ডিভিসি কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে ধনেখালিতে বন্ধ হল অবৈধভাবে নয়নজুলি বোজানোর কাজ। মাটি সরিয়ে নয়নজুলিটিকে পূর্বাবস্থায় করে ফিরিয়ে দেয় ব্লক প্রশাসন,সেটাই এখন দেখার।

● জামালপুরের অমরপুর হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার স্কুল ব্যাগ ভর্তি ৯ টি তাজা বোমা প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।কে বা কারা বোমা রাখলো তা জানতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

● ''অনুব্রত মন্ডল নাকি শেষমেষ পেছনের দরজা দিয়ে এসডিপিও অফিসে হাজিরা দিয়েছে ! এতো কুৎসিত ভাষায় পুলিশকে আক্রমণ করার পরেও পুলিশের হিম্মত হয়নি ওকে জেলে ভরার। অপদার্থ পুলিশ। আসলে পুলিশমন্ত্রীর চাপে পুলিশ এখন ক্রিমিনাল লুম্পেনদের পাশে'', বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

● শিপতাই,শ্রীমানপুর,পিরিজপুর, ইলামপুর সহ একাধিক জায়গায় কয়েক দিন ধরে ঠিকঠাক ভাবে পৌঁছাচ্ছে না সজল ধারার জল, অভিযোগ।তীব্র জল কষ্টে ভুগছেন এলাকার মানুষজন।

● শুল্ক দফতরের হানা হুগলির দাপুটে তৃণমূল নেতার বাড়িতে ! হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জীর বাড়িতে শুল্ক দফতরের হানা ! তুমুল আলোড়ন জেলাজুড়ে।

● জনগণের চাপে পড়েই পিছু হটল বিদ্যুত দপ্তর। বাড়িতে বাড়িতে আপাতত বসানো হচ্ছে না স্মার্ট মিটার, জানিয়ে দিল বিদ্যুত দপ্তর।

● ব্যাঙ্ক,পোস্ট অফিস সহ সমস্ত জায়গায় বাংলা বাধ্যতামূলক করা হোক। ব্যাঙ্ক,পোস্ট অফিসের ফর্মে শুধু ইংরেজি,হিন্দি থাকলে চলবে না, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ফর্মে বাংলা বাধ্যতামূলক করা হোক।

খানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ব্যবহার অযোগ্য শৌচাগার আর দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপ ! চরম ভোগান্তি সাধারণ মানুষের

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খানপুর জৌগ্রাম মোড়ে ২৩ নং রাস্তার ধারে ব্যবহারের অযোগ্য খোলা টয়লেট এবং নোংরা আবর্জনার স্তূপ। চারিদিক দুর্গন্ধে ম ম করছে। দুর্গন্ধে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়াই দায়। একদম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। টয়লেটের বিপরীত দিকে রাস্তার পাশে হেলে পড়া বোর্ডে আবার বড় বড় করে লেখা শৌচাগার ব্যবহার করুন,স্বাস্থ্যবান থাকুন ! কি নির্মম পরিহাস ! অস্বাস্থ্যকর, ব্যবহার অযোগ্য টয়লেটের সামনে টয়লেট ব্যবহার করার জন্য আবার সরকারি বোর্ড,ভাবা যায়! সামনেই আবার খানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই দুর্গন্ধের পাশ দিয়েই কষ্ট করে সকাল বিকেল যাওয়া আসা করে ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়ারা।দু'বেলা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে স্কুলে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা নিচ্ছে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধানের পাঠ। সব দেখে শুনেও নির্বিকার প্রশাসন। খানপুর জৌগ্রাম মোড়ের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নেই কোনো স্বাস্থ্যকর পাবলিক টয়লেট।চরম অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে বাস স্ট্যান্ডে আসা সাধারণ যাত্রী, পথচারী,ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের। পুরুষরা যেকোনো ভাবে প্রয়োজন মেটাতে পারলেও বেশি সমস্যায় পড়েন নারীরা। লোক লজ্জার মাথা খেয়ে পুরুষরা ব্যস্ত রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে বাধ্য হন। এটা যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি অস্বাস্থ্যকরও বটে।দুর্গন্ধের কারণে দোকানে বসে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানান দোকানদার ও এলাকার মানুষজন।জৌগ্রাম মোড়ের মত জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাবলিক টয়লেট না থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ।প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল গুড়বাড়ি ১ নং পঞ্চায়েত এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে সলিড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট।কিন্তু তা এখনও চালুই হয়নি।অনেকেই বলাবলি করছেন,মেন রাস্তার পাশেই যদি সবাই নোংরা আবর্জনা ফেলে আবর্জনার স্তূপ বানিয়ে ফেলে তাহলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপন করা হল কেন,যদি তা চালুই না করা হবে ? কেন জৌগ্রাম মোড়ের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নেই কোনো স্বাস্থ্যকর পাবলিক টয়লেট ?স্কুলের সামনেই মেন রাস্তার পাশে ব্যবহার অযোগ্য টয়লেট এবং দুর্গন্ধ যুক্ত নোংরা আবর্জনার স্তূপ দেখেও ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ নীরব কেন ? এটাই কি নির্মল বাংলার নমুনা ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে পথে বামেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা - সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে এবং যুদ্ধ উন্মাদনা,সন্ত্রাসবাদ ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দিয়ে বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার বামপন্থী দলগুলির উদ্যোগে চুঁচুড়া খাদিনা মোড় থেকে ঘড়ির মোড় পর্যন্ত শান্তি ও সম্প্রীতির মিছিল সংগঠিত হল।মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সিপিআইএম,সিপিআই এমএল লিবারেশন,এসইউ সিআই, সিপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আরএসপির নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা।মিছিল শেষে ঘড়ির মোড়ে পথসভা হয়।বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ ও রাজ্য কমিটি সদস্য মনোদীপ ঘোষ, সিপিআইএমএল লিবারেশনের হুগলি জেলা সম্পাদক সজল অধিকারী,এস ইউ সি আই নেতা প্রদ্যোত চৌধুরী সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ।সভার শুরুতেই আমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ৫ জুন পূর্ব বর্ধমান জেলার রমনা বাগানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক স্মরনীয় অনুষ্ঠান। নতুন তিনটি বাঘের নামকরণ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েষা রানী এ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ধনেখালির সোমসপুর হামঠাকুর তলায় পুকুরের একাংশ ভরাট করে অবৈধভাবে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ।বিএলআরও দপ্তরের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে পুকুরের একাংশ ভরাট করে কিভাবে চলছে কংক্রিটের নির্মাণ কাজ,উঠছে প্রশ্ন।

রাস্তার বেহাল দশা ! ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জাড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিষগড়িয়া খেলার মাঠ থেকে মহিষগড়িয়া কালীতলা পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা। একদম দাঁত বের করা অবস্থা।রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায়। পঞ্চায়েতে বারবার জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ, অভিযোগ।হচ্ছে হবে করেই বছরের পর

(এরপর দুয়ের পাতায়)

খবর সোজাসুজি
Volume-3 ● Issue- 01 ● 15 June, 2025

স্মার্ট মিটার

স্মার্ট মিটার নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্মার্ট মিটার নিয়ে বাড়ছে বিভ্রান্তি।স্মার্ট মিটারের নামে গ্রাহকদের শোষণ করার চক্রান্ত চলছে বলে ইতোমধ্যেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। জেলায় জেলায় চলছে বিক্ষোভ।জনগণের চাপে পড়ে বাড়ি বাড়ি স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ আপাতত বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে বিদ্যুত দপ্তর। তবে মানুষ চাইছেন সাময়িক স্থগিত নয়,পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হোক প্রিপেড স্মার্ট মিটার।পুরো বিষয়টা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্পষ্ট করুক বিদ্যুত দপ্তর,চাইছেন সকলেই।যদিও বিদ্যুত দপ্তরের বক্তব্য,স্মার্ট মিটার লাগালে লাভবান হবেন গ্রাহকরা। দৈনন্দিন বিদ্যুত খরচের হিসাব পাবেন তারা। নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুত ব্যবহার করতে পারবেন তারা।এতে তারা বিদ্যুতের বিলের ৩ শতাংশ ছাড় পাবেন।স্মার্ট মিটার বসানোর জন্য এক টাকাও খরচ করতে হবে না গ্রাহকদের।এই মিটারে বিদ্যুতের বিলের ঠিক হিসাব পাওয়ার সঙ্গে কত বিদ্যুত এক দিনে ব্যবহার করা হয়েছে,তা গ্রাহক জানতে পারবেন নিজের মোবাইল থেকে।মিটার রিডিং নেওয়ার ক্ষেত্রেও ত্রুটি থাকবে না। রিচার্জ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ৩০০ টাকা পর্যন্ত বকেয়া বিদ্যুত ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহক।তার পরে বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। বকেয়া ৩০০ টাকা পার হয়ে গেলেও শনিবার, রবিবার বা কোনও ছুটির দিন বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না। বিকেল ৫টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত কোনও লাইন কাটা হবে না।শুধুমাত্র অফিস টাইমে লাইন কাটা হবে।যে মুহূর্তে গ্রাহক বুঝতে পারবেন যে বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তখনই বকেয়া মিটিয়ে দিলে বিদ্যুত ফিরে আসবে।কিন্তু বিদ্যুত দপ্তরের আধিকারিকদের মৌখিক এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারছেন না গ্রাহকরা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবি,স্মার্ট মিটার বসানো হলে ক্ষতিই বেশি।অনেক বেশি টাকার বিল দিতে হবে। রিচার্জের টাকা শেষ হয়ে গেলে যে কোনও সময়ে বিদ্যুত চলে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড বা ডব্লুবিএসইডিসিএল এই স্মার্ট মিটার বসাচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে।ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে। স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে মোবাইলের মতো বিদ্যুতের প্রিপেড পরিষেবা চালু করার প্রকল্পের নাম আরডিএসএস বা রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম। ২০২১সালে 'স্মার্ট মিটারিং'এর নাম দিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক আরডিএসএস নীতি ঘোষণা করেছিল।বিদ্যুত গ্রাহক সংগঠনের পক্ষ থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছে,এখন প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসিয়ে আগামী দিনে হয়তো বিদ্যুৎ মাশুলের দাম ঠিক হবে টিওডি'র ভিত্তিতে। অর্থাৎ যে সময় গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন, সেই সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ঠিক হবে বিদ্যুতের দাম ! শেয়ার বাজারের মতো ওঠানামা করবে ইউনিট পিছু বিদ্যুতের দাম। সাধারণত সন্ধ্যার সময় বিদ্যুতের চাহিদা সর্বোচ্চ পৌঁছায়।আগামী দিনে ওই সময় সর্বোচ্চ দাম দিয়ে বিদ্যুত কিনতে হবে বলে বিদ্যুত গ্রাহক সংগঠনের পক্ষ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী,এই রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম বা আরডিএসএস-এর মাধ্যমে প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার বসানো বর্তমান গ্রাহকদের বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু বিদ্যুত গ্রাহক সংগঠনের দাবি, বিদ্যুত আইন ২০০৩ অনুযায়ী স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক নয়।এটি কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ প্রকল্প। আপনি গ্রহণ করতেওগ্ধ পারেন,নাও পারেন।বাস্তবে এটি গ্রাহকদের পকেট কাটার একটা প্রকল্প বলে অভিযোগ উঠেছে।তাছাড়া রাজ্য সরকার চাইলেই এই প্রকল্প রাজ্যে চালু নাও করতে পারে। কিন্তু সেপথে হাঁটছে না রাজ্য সরকার। গ্রাহকদের বিভ্রান্তি দূর না করে তাহলে কেন স্মার্ট মিটার বসানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকার ? এত তাড়াহুড়ো কিসের ? কেন্দ্রের কথা মতো যদি স্মার্ট মিটার বসাতে পারেন তাহলে কেন্দ্রের কথা মতো আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটি রাজ্যে চালু করছেন না কেন ? রহস্যটা কী ? বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী তো গ্রাহকের অনুমতি ছাড়া মিটার খোলা যায় না বা মিটার লাগানোও যায় না। তাহলে গ্রাহকদের অনুমতি না নিয়েই কেন পুরনো মিটার পাল্টে বসানো হচ্ছে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার ? স্মার্ট মিটারের সুবিধা ও অসুবিধা কি তা জানার অধিকার তো গ্রাহকদের রয়েছে।তাহলে এত লুকোচুরি কেন ? গ্রাহকদের সচেতন করতে কেন সমস্ত বিষয়টা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে না ? কাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গ্রাহকদের পকেট কাটার ষড়যন্ত্র চলছে ? মানুষের এত ক্ষোভ বিক্ষোভ, তবুও আপনাদের টনক নড়ছে না। ক্ষমতার মোহে মানুষের দাবিকে যদি গুরুত্ব না দেন তাহলে আজকের এই ক্ষোভ বিক্ষোভ কিন্তু আগামী দিনে স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনে পরিণত হতে পারে।তবে বলা যেতে পারে,বাড়ি বাড়ি প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ পুরোপুরি বাতিল না করে সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ছাব্বিশে ভোটের আগে মানুষের ক্ষোভে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করল রাজ্য সরকার !

(প্রথম পাতার পর)

রাস্তার বেহাল দশা !

বছর কেটে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।ভোট এলেই মেলে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি।কিন্তু প্রতিশ্রুতিই সার ! ভোট আসে ভোট যায়,রাস্তা সংস্কার আর হয় না।রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষজন।

পরিবেশের আতঙ্ক মোটর ভ্যান

জয়ন্ত বারিক

''কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি। গাড়ি চালায় বংশী বদন...'' আর আজকের দিনে আমার রাজ্যে গরুর গাড়ির জায়গায় মালপত্র বহনের জন্য জায়গা করে নিয়েছে মোটর ভ্যান বা অনেকে বলে চব্য গাড়ি আবার কেউ ডাকে শয়তান গাড়ি,একই যাত্রায় পৃথক ফল।রবি ঠাকুর যখন এই কবিতাটা লিখেছিলেন তখন পরিবেশ ছিল শস্যশ্যামলা সবুজ। নেওয়া যেত প্রাণ ভরে দূষনমুক্ত বাতাস,মাটিতে ছিল সোঁদা গন্ধ।ক্রমে অপরিকল্পিত শিল্প স্থাপন,অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষচ্ছেদন এবং ক্রমবর্দ্ধমান যানবাহন বৃদ্ধির জন্য বাড়ছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো জ্বলন্ত সমস্যা পরিবেশ দূষণ। পৃথিবীতে অনেক উন্নত দেশেই সাইকেল চালানোর প্রচলন আছে যা পরিবেশ বান্ধব। মালপত্র স্থানীয় পরিবহনের জন্য ছিল সাইকেল ভ্যান,আমরা ছোটো থেকেই দেখতে অভ্যস্ত।কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত বেড়েছে এক আজব যান মোটর ভ্যান।এ যেন দৈনন্দিন যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ ট্যাংক বা সাঁজোয়া গাড়ি।মানুষ থেকে গরু ছাগল ও পন্য পরিবহন থেকে গণ পরিবহন, সবেতেই গ্রাম বাংলার রাস্তা দখল করে আছে এই ভ্যানো গাড়ি।মোটর ভ্যান গুলি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।এই যানগুলি থেকে নির্গত গ্যাস দূষণ সৃষ্টি করে এবং জলবায়ুর পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। এগুলি সাধারণত কাটা তেলে চলে।কাটা তেল হল ডিজেল, কেরোসিন ও মিথেনের মিশ্র পদার্থ।আর এই ভ্যানের ইঞ্জিন স্থানীয় টেকনোলজি দিয়ে তৈরি যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ কম থাকে।এই ভ্যানো থেকে নির্গত গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড,কার্বন ডাই অক্সাইড,নাইট্রোজেন অক্সাইড বায়ু দূষণ তথা মানব স্বাস্থ্যের জন্য বহুল ক্ষতিকর। শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যা তৈরি করতে এবং গ্রীন হাউস এফেক্টের কারণে বায়ুমন্ডলে তাপ বৃদ্ধি হয়। মজার কথা হল,বর্তমানে কত সংখ্যক মোটর ভ্যান সারা পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই সরকারের কাছে।কারণ রেজিস্ট্রেশন ছাড়া, লাইসেন্স ছাড়াই প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে এই যন্ত্রদানব।বড় কোম্পানির নামিদামি গাড়ি অত্যাধুনিক বিএস ফোর স্টেজের ইঞ্জিন কম ধোঁয়ার গাড়িকে সরকার নিয়মিত ধোয়া

পরীক্ষা করতে বাধ্য করে। রাস্তায় পুলিশ-এমভি ডিপার্টমেন্ট জনগনকে সচেতন করে।আর লাইসেন্স ছাড়াই এই গাড়ি চালানোর অনুমতি মেলে।ফলে ঘটে দুর্ঘটনা।তারপর ধাক্কায় মানুষ মারা গেলেও মিলবে না কোন বীমা,নষ্ট হয় মানবিক ও মানসিক পরিবেশ। কারণ ওই গাড়ি বেওয়ারিশ।আশায় থাকি সর্বস্তরের দূষণ বন্ধ হোক।ওভারলোডিং,নিয়ম ভঙ্গ, নিত্য ঘটনা। একটু বাম্পার বা যখন ঢাল বেয়ে উঁচুতে চড়ে,তখন অসহনীয় হয়ে ওঠে কাটা তেলের আধ পোড়া গন্ধ।একটি মোটর ভ্যান বছরে ১০ থেকে ১৫ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে।গ্যাসোলিনের ব্যবহারে কিছুটা দূষণের মাত্রা কমতে পারে। সরকার বাহাদুর যদি মোটর ভ্যান ড্রাইভারদের ট্রেনিং ও রেজিস্ট্রেশন এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মিশেলে ইঞ্জিন আধুনিক করে,তাতে আয় বাড়বে সরকারের,দেশ বাঁচবে দূষণ থেকে। আইন করে নিয়মিত গাড়ি সার্ভিস করলে দূষণের মাত্রা অনেকটাই কমবে।যারা গরীব মানুষ এই মোটর ভ্যান চালায় ও কঠোর পরিশ্রমে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে তাদের কাজের প্রতি আছে অসীম শ্রদ্ধা।শুধু সরকারি উদ্যোগে সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করে নিয়মিত ধোঁয়া পরীক্ষা, ইঞ্জিনের আধুনিকীকরণ যদি করা যায় তবে মোটর ভ্যানকে বা এই পরিবহনকে আমরা যে দূষণের কারণ বলছি,সেটা হয়ে যাবে কম পরিবেশ দূষণকারী মানবদরদী বন্ধু।গতবছর ৪ ঠা ডিসেম্বর ২০২৪ কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা পুলিশ যৌথভাবে কলকাতায় মোটর ভ্যান চালনাকে নিষিদ্ধ করেছে।আমরা বন্ধ চাই না, প্রতিকার চাই।চাই সঠিক পরিকল্পনা। কারন কম পয়সায় পরিবহনে,গাড়ির প্রতুলতা, সহজলভ্যতা এবং গ্রামবাংলার সংকীর্ণ রাস্তায় এদের জুড়ি মেলা ভার।আশায় থাকি সর্বস্তরের দূষণ বন্ধ হোক। উন্নত হোক মোটর ভ্যান ও বেশ কিছু পুরানো গাড়ি।সরকারি বেসরকারি কোম্পানি যৌথ ভাবে এই গাড়ি তৈরির আরো দায়িত্ব নিক।বড়ই আক্ষেপ নিয়েই বিশ্বকবি নিজের অনুভুতিতে ''জন্মান্তর '' কবিতায় বলেছেন ''যদি পরজন্মে পাই রে হতে ব্রজের রাখাল বালক/তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক।'' কবি বোধহয় সেই কুমোর পাড়ায় ফিরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু চলাই জীবন, থেমে যাওয়াই মরণ। তাই আশা করি এই গাড়ি পরবর্তী ক্ষেত্রে পরিণত হবে আধুনিক এবং সেটা হবে পরিবেশবান্ধব। আমরা সেদিন বলব ভ্যানো গাড়ির হয়ে,'' মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক।''

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ ধনেখালি থানার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন - শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে কঠোর পদক্ষেপ নিল ধনেখালি থানার পুলিশ।খবর পাওয়া মাত্রই ডিজে বাজানোর আগেই ট্রলি ভ্যান থেকে সেট খুলতে বাধ্য করল পুলিশ। শনিবার দশঘরা ও বোসো এলাকায় কালী পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও উচ্চৈঃস্বরে বাজবে ডিজে,এই খবর পাওয়া

মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধনেখালি থানারপুলিশ।পুলিশেরপক্ষথেকেশব্দ দূষণের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে আয়োজকদের সচেতন করা হয় এবং ডিজে সেট বাজাতে নিষেধ করা হয়।পুলিশের উপস্থিতিতেই ভ্যান থেকে সেট খুলতে বাধ্য হন আয়োজকরা।শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের এই ভূমিকায় খুশি এলাকার মানুষজন।

ইট ভাটার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে জামাই ষষ্ঠী পালন করল চন্ডীতলা থানার পুলিশ।গঙ্গাধরপুরের একটি ইট ভাটার ১০০ জন পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে নিয়ে রবিবার উৎসাহের সঙ্গে জামাই ষষ্ঠী পালন করল হুগলি গ্রামীন পুলিশের চন্ডীতলা থানার পুলিশ।

নিম্নমানের রেশন সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগে সালানপুর ব্লক অফিসে তুমুল বিক্ষোভ রেশন গ্রাহকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা - সালানপুর ব্লকের বিভিন্ন রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে খারাপ রেশন সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগ তুলে সালানপুর ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল বড়াভুই গ্রামের মানুষেরা।

সোমবার তারা একত্রিত হয়ে হাতে আটার প্যাকেট নিয়ে ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তারা অভিযোগ করেন,রেশনের নামে অখাদ্য আটা গলায় ঠুঁসে দেওয়া হচ্ছে। সেই আটার প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে তারা বলছেন,''মানুষের খাওয়ার যোগ্য নয়।'' রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে সেই আটা।চিৎকারে ফেটে পড়েছে তাদের ক্ষোভ। ''এই আটা কি করে আমাদের দেওয়া হয়? এই আটা কি প্রশাসন নিজে খাবে ?'' দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পশ্চিম বর্ধমানের রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা গরিব মানুষের সঙ্গে প্রতারণার এক কদর্য খেলায় মেতেছে বলে অভিযোগ।সালানপুরে এই অভিযোগ নতুন নয়।বারবার অভিযোগ উঠেছে। সংবাদপত্রে খবর হয়েছে,অভিযোগ জমা পড়েছে।কিন্তু ফলাফল কী ? প্রশাসনের তরফে পরীক্ষা হয়েছে, আর সেই আটাকে দেওয়া হয়েছে 'ক্লিন চিট'। রেশন গ্রাহকরা প্রশ্ন করছেন,এ কেমন পরীক্ষা, যার ফলাফল গরিবের পেটে আগুন জ্বালায় ? এ কেমন প্রশাসন, যারা গরিবের ক্ষোভকে উপেক্ষা করে, তাদের কষ্টকে উপহাস করে ? আজ বরাভূইয়ের গ্রামবাসীরা শুধু আটার প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলেনি,তারা ছুঁড়ে ফেলেছে সেই নিঃশব্দ অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায্য ক্ষোভ।তারা চিৎকার করে বলেছে, ''এই আটা বিডিও সাহেবকে খাওয়ানো হোক, তবেই বোঝা যাবে এর মান কতটা নীচে !'' এই কথায় শুধু ক্ষোভ নয়, রয়েছে প্রশাসনের দায়িত্বহীনতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ।রেশন ডিলারদের উপরও তাদের আঙুল উঠেছে।কেন এমন নিম্ন মানের সামগ্রী বিতরণ হচ্ছে ? কেন গরিবের ভাগ্যে এই অপমান ? ডিলারদের গাফিলতি আর প্রশাসনের নীরবতা কি একই সুতোয় গাঁথা ?রেশন ব্যবস্থা গরিবের জন্য জীবনরেখা হওয়ার কথা।কিন্তু সেই জীবনরেখা যখন বিষাক্ত হয়ে ওঠে,যখন তা গরিবের পেটে ছুরি চালায়, তখন তা শুধু অব্যবস্থা নয়,একটি সুসংগঠিত শোষণ।এই আটা শুধু আটা নয়, এটি গরিবের উপর চাপিয়ে দেওয়া অবিচারের প্রতীক। প্রশাসনের নীরবতা আর ক্লিন চিটের নাটক যেন গরিবের কষ্টকে আরও গভীর করে।গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, ''আমরা গরিব,তাই কি আমাদের এই অখাদ্য গলাধঃকরণ করতে হবে ?'' এই প্রশ্ন শুধু সালানপুরের নয়,এটি প্রতিটি গরিব মানুষের কণ্ঠ, যারা রেশনের নামে প্রতারিত হচ্ছেন। আজকের এই বিক্ষোভ শুধু একটি প্রতিবাদ নয়, এটি একটি জাগরণ। গরিব মানুষ আর চুপ থাকবে না। তারা আর অখাদ্য গলায় ঠুঁসে নেবে না। তারা দাবি করছে মানসম্মত রেশন,স্বচ্ছ ব্যবস্থা, আর দায়িত্বশীল প্রশাসন।এই ক্ষোভের আগুন যদি প্রশাসনকে না জাগায়,তবে এই আগুন আরও বড় হবে,আরও তীব্র হবে।সালানপুরের রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা আটার প্যাকেটগুলো শুধু আটা নয়, এটি গরিবের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের প্রতীক।প্রশাসন কি এই ক্ষোভ শুনবে, নাকি গরিবের উপর শোষণের এই খেলা চলতেই থাকবে ? সময়েই বলবে সে কথা। কিন্তু একটি জিনিস স্পষ্ট;বরাভূইয়ের এই আগুন এখন শুধু সালানপুরের নয়,এটি প্রতিটি শোষিত মানুষের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বরাভূই গ্রামবাসীরা সোমবার বিডিও অফিসের সামনে আটার প্যাকেট হাতে বিক্ষোভ দেখায়।বিডিওকে স্মারকলিপি দিতে গেলে বিডিও দুজনকে আসতে বলেন।অবশেষে বিডিও অফিসের বাইরেই তারা স্মারকলিপি ও আটার প্যাকেট সাটিয়ে দিয়ে যায়।গ্রামবাসীদের অভিযোগ আগামী দিনে নিম্ন মানের রেশন দেওয়া হলে তারা এই আন্দোলন বৃহত্তর করবে।তবে এই প্রসঙ্গে বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস জানান , ''এই কর্মসূচি নিয়ে তাদের কাছে আগাম কোনো ইনফরমেশন ছিল না।তাও দুজনকে আসতে বলা হয়েছিল।তারাই আসেনি।''এই প্রসঙ্গে ফুড ডিপার্টমেন্টের সাব-ইন্সপেক্টর বিনেশ্বর রায় জানান, এর আগেও তারা অভিযোগ করেছিল।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আটার নমুনা সংগ্রহ করে টেস্টে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে রিপোর্টে ক্লিন চিট দেওয়া হয়েছে।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বাঁচানোর দাবিতে কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা - সিপিআইএমএল লিবারেশনের আহ্বানে বুধবার ''সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচাও, শিক্ষকদের সসম্মানে শ্রেণিকক্ষে ফেরাও'' শীর্ষক এক কনভেনশন হয়ে গেল কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ভারতসভা হলে।কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ তথা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার, শিক্ষাবিদ তরুণ কান্তি নস্কর,যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন্দিনী মুখার্জি, প্রতীচীর সাথে যুক্ত এবং সমাজকর্মী সাবির আহমেদ,অধ্যাপক মানস ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সজল অধিকারী, শিক্ষক শৌভিক ঘোষাল, রণজয় সেনগুপ্ত এবং সিপিআই এমএল লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদার।কনভেনশন থেকে দাবি ওঠে, যোগ্য শিক্ষকদের সসম্মানে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারকে সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।সুপ্রিম কোর্টের সামনে থাকা রিভিউ পিটিশনে রাজ্য সরকারকে শিক্ষকদের দাবি মেনে প্রয়োজনীয় সবধরনের তথ্য দিতে হবে।

ঝাঁটা হাতে হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার করলেন থানার আইসি !

নিজস্ব সংবাদদাতা - ঝাঁটা হাতে হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার করছেন থানার আইসি! হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। রবিবার পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামীণ হসপিটাল চত্বর নিজের হাতেই সাফাই করলেন নাদন ঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ এবং তার সহকর্মী পুলিশ অফিসাররা।এবারই প্রথম নয়, এর আগেও নিজের হাতে ঝাঁট দিয়ে হসপিটাল চত্বরের ময়লা সাফাই করেছেন স্থানীয় নাদনঘাট থানার আইসি এবং তার টিম।

নাবালিকাকে ধর্ষণ মামলায় ধর্ষককে ২০ বছরের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত

সাজাপ্রাপ্ত আসামি শিবা সাউ

নিজস্ব সংবাদদাতা - চার বছর আগে এক নাবালিকাকে সাপ দেখানোর নাম করে বল পূর্বক ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তকে ২০ বছরের হাজত বাসের নির্দেশ দিল আদালত।বুধবার চন্দননগর আদালতের বিচারক মানবেন্দ্র মোহন সরকার আসামী শিবা সাউকে দোষী সাব্যস্ত করে এই নির্দেশ দেন।আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাবালিকাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় বিবাহিত শিবা।ওই সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় ৯ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে।রাতে নাবালিকা আহত ও রক্তাক্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে বাবা মায়ের কাছে শিবার অপকর্মের কথা জানায়।নাবালিকার পরিবার ও স্থানীয়রা নাবালিকাকে প্রথমে গ্রামীণ ও পরে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়।সেখানে নাবালিকার যৌনাঙ্গে ৯ টি সেলাই পড়ে।ওই দিন রাতেই নাবালিকার পরিবার হরিপাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।পুলিশ রাতেই শিবাকে গ্রেপ্তার করে।তারপর থেকে আসামী শিবা জেলেই বন্দি ছিল।সরকারি আইনজীবী অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী বলেন,পকসো মামলায় দোষী সাব্যস্ত হতেই শিবাকে ২০ বছরের জেলের নির্দেশ দেন বিচারক।মামলায় মোট ২৬ জন স্বাক্ষী দেয়।হুগলি গ্রামীণ পুলিশের তদন্তকারী অফিসার রাজকুমার অধিকারী সঠিক তদন্ত করে ঠিক সময়ে চার্জশিট জমা দেন। তাতেই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হয়।এ দিন চন্দননগর আদালতে দাঁড়িয়ে পুলিশ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে কুর্নিশ জানিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার।

স্থায়ী কাজ ও ইনসাফের দাবিতে রায়গঞ্জ থেকে বহরমপুর পর্যন্ত ডিওয়াইএফআই'র কাজ ও সম্প্রীতির যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা - ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার ২০তম সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সোমবার ৯ই জুন সংগঠনের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে শুরু হল বিশেষ কর্মসূচি ; 'কাজ ও সম্প্রীতির যাত্রা'।এই যাত্রা উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থেকে শুরু হয়ে ১২ই জুন বহরমপুরে শেষ হয়।এই যাত্রার মূল দাবি,রাজ্যের যুবসমাজের জন্য স্থায়ী ও সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান, আর্থসামাজিক ইনসাফ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা। সংগঠনের নেতৃত্ব মনে করছে, সমাজতন্ত্রের আদর্শে এই দাবিগুলির ভিত্তিতেই একটি নতুন দিশা তৈরি করা সম্ভব।ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি মীনাক্ষী মুখার্জী যাত্রার সূচনায় বলেন, ''এই যাত্রা শুধুমাত্র পদক্ষেপ নয় - এটি একটি বার্তা। আমরা যুবসমাজের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানাতে চাই,স্থায়ী কাজ চাই, ইনসাফ চাই। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই জয় আমাদের নিশ্চিত।'' পদযাত্রায় বিভিন্ন জেলা থেকে যোগ দেন হাজার হাজার যুবক-যুবতী। যাত্রাপথে জনসভা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবিপত্র তুলে ধরা হয়।বাম যুব নেতৃত্বের মতে,এই কর্মসূচি যুবসমাজের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করবে এবং বিকল্প রাজনৈতিক আদর্শের দিশা দেখাবে।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

KANUIBANKA SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.
Regd. No. – 27 H.G. , Dt. – 23-04-1962
VILL – AKILPUR. & P.O. – KANUIBANKA ❖ DIST. – HOOGHLY ❖ PH. – 255383

Ref. No. ..... Date .....

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমুহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমুহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৯৯৫ তারিখ ২৭/০৮/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রী চঞ্চল রায় সমবায় পরিদর্শক ধনিয়াখালী ব্লক তথা সহকারি রিটার্নিং অফিসার কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারন সভায় পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে অত্র (অর্থাৎ ১২-০৬-২০২৫ এর) বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে । ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorized) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজী ১৩/০৬/২০২৫ তারিখ হতে ২৪/০৬/২০২৫ তারিখের মধ্যে কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১ ঘটিকা হইতে বৈকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজী ২৫/০৬/২০২৫ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ১ ঘটিকার মধ্যে সহকারি রিটার্নিং অফিসার, কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারিত দিনে অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে এবং সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজী ২৬/০৬/২০২৫ তারিখ বৈকাল ২ ঘটিকায় সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখঃ- ১২/০৬/২০২৫

চঞ্চল রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার এই হাল ! নেই কোনো নিকাশি ব্যবস্থা।রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্তগুা।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।নির্বিকার প্রশাসন।চরম দুর্ভোগের শিকার পথ চলতি মানুষজন।ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার খানপুর জৌগ্রাম মোড় এলাকার ছবি।

রাস্তার বেহাল দশা।অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা দায়।বারবার পঞ্চায়েতে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা,অভিযোগ।প্রচন্ড ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন।পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লকের বড়বেলুন ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদপুর গ্রামের ছবি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১নং ব্লকের নসরতপুর অঞ্চলের কিশোরী গঞ্জে শুক্রবার,৬ জুন নদী ভাঙ্গন পর্যবেক্ষণ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানী এ, ইরিগেশন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বিপ্লব রায় এবং এসডিও শুভম আগরওয়াল।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ৫ জুন ধনেখালি থানা ও ধনেখালি আরজি পার্টির যৌথ উদ্যোগে থানা চত্বর,বিডিও অফিস প্রাঙ্গন ও হাসপাতাল চত্বরে বৃক্ষ রোপন করা হল,দেওয়া হল পরিবেশ সচেতনতার বার্তা।

খানপুর স্টোর ধার থেকে বদ্যিপুর হয়ে ধনেখালি বাজার পর্যন্ত পিচ রাস্তার বেহাল দশা।খানাখন্দে ভরা, জায়গায় জায়গায় রাস্তার পিচ উঠে পাথর গড়াগড়ি খাচ্ছে।রাস্তার একদম দাঁত বের করা অবস্থা।চরম দুর্ভোগের শিকার পথ চলতি মানুষজন।রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব এলাকার মানুষজন।

মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের ব্যাপক সংঘর্ষ,আক্রান্ত পুলিশ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের ব্যাপক সংঘর্ষ, আক্রান্ত পুলিশ !মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপ ব্লকের বাহিরচড়া উত্তরপাড়া গ্রামে।ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক উত্তেজনা।অপরদিকে সংঘর্ষ থামাতে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ করে ইট বৃষ্টি ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে ক্ষিপ্ত জনতা।পুলিশ কর্মী সহ আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ হাসপাতালে।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়,বাহির চড়া উত্তর পাড়া এলাকায় গত দুদিন ধরে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছিল।সোমবার বিকেলে টুর্নামেন্টের ফাইনালে বাহিরচড়া ভেজালে পাড়াকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় বাহিরচড়া স্যাঙ্গালে পাড়া।স্থানীয়দের অভিযোগ, স্যাঙ্গালে পাড়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় তারস্বরে মাইক বাজিয়ে গ্রামজুড়ে শোভাযাত্রা করছিল একদল যুবক।কিছু গ্রামবাসী তাদের মাইক বন্ধের আবেদন জানাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া একদল যুবক।সেই সময় দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে ইট ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।আর তাতেই আহত হয় একাধিক গ্রামবাসী।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় নবদ্বীপ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।অপরদিকে পুলিশকে আসতে দেখে ক্ষিপ্ত জনতা তাদের উপর শুরু করে দেয় ইট বৃষ্টি।আর তাতেই আহত হয় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী।পুলিশ কর্মীদের আক্রমণের পাশাপাশি ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ভাঙচুর চালায় বলেও অভিযোগ।

শ্রীরামপুরের একটি সোনার দোকান থেকে সোনার চেন চুরির অভিযোগে সুশান্ত দাস নামে এক ব্যক্তিকে হাওড়ার শ্যামপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।অভিযুক্তের কাছ থেকে চুরি হওয়া সোনার চেন সহ নগদ ১৮০০০ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ।ধৃতকে শুক্রবার ৬ জুন শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়।

সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরে গণডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা - কারণে অকারণে বন্ধ হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিষেবা।নাজেহাল হতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের।ঠিকমতো বিদ্যুৎ পরিষেবা না পাওয়ার জন্য নাজেহাল হতে হচ্ছে নাদনঘাট থানার অন্তর্গত ডাঙ্গাপাড়া, আদর্শ পল্লী, মাঠের পাড়া, চর গোয়ালপাড়া, সুজন নগর সহ আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদের।প্রচন্ড গরমে কারণে অকারণে বন্ধ থাকছে বিদ্যুৎ পরিষেবা।এর ফলে বাড়ির বাচ্চা থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগী সহ সাধারণ মানুষ এই অস্বস্তিকর গরমে প্রবল সমস্যার মধ্যে পড়ছেন।এরই প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হলেন গ্রাহকদের একাংশ। সমুদ্রগড় গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের স্টেশন ম্যানেজারের কাছে মঙ্গলবার ৩ জুন একটি স্মারকলিপি জমা দেন তারা। সুষ্ঠু বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবি জানান তারা।দীর্ঘদিন যাবত এই এলাকা গুলিতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বন্ধ থাকছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। অনেক

সময় যার কোন সুনির্দিষ্ট কারণও থাকেনা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রাহকের একাংশ এদিন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সমুদ্রগড় গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে গন ডেপুটেশন দেন।অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানান তারা।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com